প্রথম আলো

তারিখ 23 DEC 2015
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

ঢাকা কলেজের ৭ ছাত্রাবাসে পুলিশের অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

ঢাকা কলেজের সাতটি আবাসিক ছাত্রাবাসে একযোগে অভিযান চালিয়েছে পুলিশ। গত সোমবার মধ্যরাত থেকে গতকাল মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত এ অভিযান চলে। অভিযানে কোনো অস্ত্র উদ্ধার না হলেও ১০ বহিরাগতসহ ২৩ জনকে আটক করে নিউমার্কেট থানার পুলিশ। এঁদের মধ্যে ১৩ জন ছাত্রাবাসের আবাসিক শিক্ষার্থী।

ধানমন্ডি সার্কেলের সহকারী কমিশনার (এসি) রুহুল আমিন বলেন, ছাত্রাবাসগুলোতে অভিযান চালিয়ে ২৩ জনকে আটক করেছে পুলিশ। এঁদের মধ্যে বেশির ভাগই বাইরের বিভিন্ন কলেজের শিক্ষার্থী। অনেকের কলেজের ছাত্রত্ব শেষ হলেও ছাত্রাবাসে অবস্থান করছিলেন। কেউ কেউ আবার আবাসিক ছাত্রদের আত্মীয় হিসেবে বেড়াতে এসেছিলেন। আটক হওয়া সবাই কোনো না কোনো প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী। এসি রুহুল আমিন বলেন, আটক হওয়া তরুণদের বিষয়ে গতকাল বিকেল পর্যন্ত ঢাকা কলেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠক হয়েছে। কলেজ কর্তৃপক্ষের সুপারিশে আটক কয়েকজনকে ছেড়ে দেওয়া হয়। তবে কারও বিরুদ্ধে কোনো মামলা হয়নি। অন্যদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে, সে ব্যাপারে গতরাত পর্যন্ত কোনো কিছু ঠিক হয়নি।

ঢাকা কলেজের একজন ছাত্র *প্রথম আলোকে* বলেন, গভীর রাতে হঠাৎ করে পুলিশ ছাত্রাবাসের চারদিকে অবস্থান নেয়। এরপর একে একে তল্লাশি করে। এ সময় কাউকে ছাত্রাবাসের বাইরে যেতে দেওয়া হয়নি। পুলিশ প্রতিটি কক্ষে সন্দেহভাজনদের খোঁজ করে। এ সময় ছাত্রদের পরিচয় দেখে দেখে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়।

ঢাকা কলেজের ছাত্রদের সঙ্গে ধানমন্ডি হকার্স মার্কেটের ব্যবসায়ী ও হকারদের সংঘর্ষের জেরে এ অভিযান চালানো হলো কি না—এ প্রশ্নের জবাবে রুহুল আমিন বলেন, সংঘর্ষের ঘটনায় জড়িত সন্দেহভাজনরা পলাতক রয়েছেন। এ জন্য এটি পূর্বপরিকল্পিত অভিযান ছিল। আটককৃতদের বিরুদ্ধে কোনো মামলা থাকার তথ্য পাওয়া যায়নি।

গত বৃহস্পতিবার বিকেলে ঢাকা কলেজের ছাত্রদের সঙ্গে ধানমন্ডি হকার্স মার্কেটের ব্যবসায়ী ও হকারদের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। দুই ঘণ্টা ধরে এই সংঘর্ষ চলার সময় ধানমন্ডি হকার্স মার্কেটে কয়েকটি দোকান এবং রাস্তায় কয়েকটি যান ভাঙচুর করা হয়। কয়েকটি মোটরসাইকেলে আগুন দেওয়া হয়। এ সময় মিরপুর সড়কে যান চলাচলও বন্ধ হয়ে যায়।

ব্যবসায়ীরা অভিযোগ করেন, ঢাকা কলেজের ছাত্র ও ছাত্রলীগের কর্মী পরিচয় দিয়ে কিছু তরুণ প্রায় বিভিন্ন দোকানে গিয়ে চাঁদাবাজির চেষ্টা করেন। বিভিন্ন সময়ে ব্যবসায়ীরা এসব অভিযোগ পুলিশের কাছে জানিয়ে আসছিলেন। বৃহস্পতিবারের ঘটনার জন্যও একইভাবে ব্যবসায়ীরা ঢাকা কলেজ শাখা ছাত্রলীগকে দায়ী করেছেন। অন্যদিকে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি সাইফুর রহমান সোহাগ *প্রথম আলোকে* বলেন, ঢাকা কলেজে ছাত্রলীগের কোনো কমিটি নেই। কেউ যদি ছাত্রলীগের নাম-পরিচয় দিয়ে চলে, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।

> বৃহস্পতিবার ঢাকা কলেজের ছাত্রদের সঙ্গে ধানমন্ডি হকার্স মার্কেটের ব্যবসায়ী ও হকারদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। দুই ঘণ্টা ধরে এ সংঘর্ষ চলার সময় ধানমন্ডি হকার্স মার্কেটে কয়েকটি দোকান এবং রাস্তায় কয়েকটি যান, ভাঙচুর করা হয়